গল্প

পাগলের ডাক্তার পটল

দিলরুবা শাহানা

আদালতের কাঠগড়ায় ডাক্তার প্যাটেল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশাগত দায়িত্ব পালনে গাফিলতি। উৎকণ্ঠিত চেহারা নিয়ে প্যাটেলের কয়েকজন রোগীও উপস্থিত আছে আদালতে। এই মামলায় উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে ডাঃ বিবেক প্যাটেলের বড়বোন ভিদিয়া প্যাটেল আইনজীবী হিসাবে ওর পক্ষে লড়বে। অভিযুক্ত ব্যক্তি ভাই তার পক্ষে আইনের সাফাই গাইতে এসেছে আইনজীবী বোন। আদালতও একটা যুদ্ধক্ষেত্র। থাকে পরস্পর বিরোধী দুইপক্ষ। রনাঙ্গনে কামানগোলার শংখনিনাদে শক্তির প্রদর্শন হয়।। আদালতে আইনের শংখ বাজিয়ে হয় যুক্তিতর্কের উৎসারন। আদালতে জুরীরাও গভীর আগ্রহ নিয়ে মামলার বয়ান শুনতে প্রস্তুত।

ডাঃ প্যাটেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ অদ্ভুত। সে যে দুই সার্জারীতে কাজ করে তার দু'জন প্র্যাকটিস ম্যানেজার অভিযোগ এনেছেন। সময়ে সময়ে রোগীদের উল্টাপাল্টা ওষুধ লিখে দিয়েছে সে। লিখে

দিতো বেশী বেশী ওষুধ। যার এ্যাজমা বা হাঁপানী নাই তাকে দিয়েছে এ্যাজমার ওষুধ, যাকে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ দিয়েছে অথচ তার ওই অসুখ ছিলই না কোনদিন।

আদালত কক্ষ ঝকমক্ পরিষ্কার, ভাবগম্ভীর নৈঃশব্দ এখানে বিরাজমান। বিচারকের এজলাস মেঝে থেকে ফুট দেড়েক উঁচু মঞ্চে। লাল ভেলভেটে পায়া পর্যন্ত আচ্ছাদিত লম্বা টেবিল। মাঝামাঝি সিংহাসন আকৃতির চেয়ার। টেবিলের দুই মাথায় দুটি চেয়ার, আদালতের কর্মীদের জন্য। একপাশে কাঠের রেলিং দিয়ে আরামদায়ক গদিআটা কিছু চেয়ার জুরীদের জন্য। মঞ্চের পিছনটা পাতলা প্লাইউডের পর্দার আড়ালে। পর্দার আড়াল থেকে বিচারক যখন আসন গ্রহণের জন্য বেরিয়ে আসেন তখন কক্ষে উপস্থিত সবাইকে উঠে দাড়াতে হয়। বিচারকের বা দিকে কাঠগড়া ও সামনের মেঝেতে একপাশে আইনজীবীদের জন্য ডেস্ক সহ চেয়ার ও যাতায়াতের পথ রেখে অন্যপাশে দর্শকদের জন্য চেয়ারপাতা। একদম পিছনে বিবদমান দুইপক্ষের বসার ব্যবস্থা।

আদালত বসলো অর্থাৎ বিচারক আসন নিয়ে কাজ শুরু করলেন। প্রথমেই জুরী নির্বাচন। বিচারকের সহকারীরা নাম বলার পর সেই নামের ব্যক্তি বিবদমান দুই পক্ষের সামনে দিয়ে হেঁটে ঘোরাপথে দর্শকসারিতে নিজের আসনে এসে বসে। হাঁটার সময়ে দুই পক্ষই তীক্ষ্ণভাবে লোকটিকে দেখে। তারপর আচম্কা খর্খরে গলায় কোন একপক্ষ হেকে উঠে 'চ্যালেঞ্জ' । আদালতের গুরুগম্ভীর পরিবেশে 'চ্যালেঞ্জ' ধ্বনি শুনেই চলন্ত ব্যক্তি থম্কে দাড়িয়ে যায়। ভয়ও পায়। নিজ আসনে ফিরে হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচে। 'চ্যালেঞ্জ'এর মানে হচ্ছে জুরী হিসাবে তাকে কোন এক পক্ষ চাইছেনা। যাই হোক ভিদিয়া দেখলো কুর্তা পায়জামা পরা উড়নায় মাথা ঢাকা মাঝারি গড়ন উজ্জল ত্বকের পরিণত বয়সের এক মহিলা 'চ্যালেঞ্জ'এর মুখে পড়ে বাদ পড়লো। বাদামী চামড়া, খয়েরী চোখ ও কালো গোফওয়ালা একজনও বাদ। শেষে বারজন জুরী নির্বাচিত হল। বিচারকের বা দিকে রেলিংঘেরা জায়গায় জুরীরা বসার পরই আসল কাজ শুরু হল।

প্রথমেই বাদী পক্ষের উকিল অভিযোগ পেশ করলো। ভিদিয়া অভিযোগ শুনতে শুনতে আসামীর কাঠগড়ায় দাড়ানো তার ভাইয়ের দিকে তাকালো, চোখে তার অশেষ স্নেহ ঝরে পড়লো। ভাসা ভাসা চোখে ভীতিবিহ্বল বিষন্নতা নিয়ে মাঝারি উচ্চতার নম্রভদ্র, দেখতে ভাল ডাঃ প্যাটেল দাড়িয়ে। বোনের মনে সূক্ষ এক অপরাধবোধ জাগলো। ভাবলো ডঃ প্যাটেল আজকে যে আদালতের কাঠগড়ায় দাড়ানো তার পিছনে বোন হিসাবে তারও কি কোন ভূমিকা ছিল না? ছিল, অবশ্যই ছিল। সে নিজে ডাক্তারী পড়তে চায় নি। মা-বাবার ইচ্ছার কাছে সে হার মানেনি। সমাজে সবার উপরে থাকার জন্য মা-বাবা দুই সন্তানকেই ডাক্তার বানানোর নানা চেষ্টা করেছে। মেধাবী দু'জনই। সুতরাং ডাক্তারী পড়তে অসুবিধা কোথায়? ভিদিয়ার মতে মেধাবী হলেই যে ডাক্তার হওয়া চাই বা হওয়া যাবে তা কেন? একজনকে ডাক্তার হতে হলে তার মেধাবী মাথাই যথেষ্ঠ নয়। সেবা করার জন্য দয়ালু অন্তর ও পুঁজ-রক্ত-বমি দেখেও সহ্য করার মানসিক শক্তি থাকা চাই। রোগী আসবে গায়ে ঘাম জ্বর ও অসুখের গন্ধ নিয়ে। ডাক্তারকে সব মেনে নিয়েই প্রেসার ও জ্বর মাপার জন্য রোগীকে স্পর্শ করতে হবে। সে স্পর্শ শুধু কর্তব্যই নয় তাতে থাকা চাই ডাক্তারএর আন্তরিক সেবার আশ্বাস। ভিদিয়া পরিস্কার

বলেছিল 'আমি জ্বর, বমি, ঘা, পাতলা পায়খানা কোনকিছু দেখতে বা ঘাটাঘাটি করতে চাই না তাই ডাক্তার হওয়ার শখ আমার নাই, ইচ্ছাও নাই'

বাবা-মা বললো 'পরে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ হবে, তা হলেতো ঐ সব ঘাটতে হবে না'

ভিদিয়া দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলেছিল 'আমি পাগলের ডাক্তার প্যাটেল হতে চাইনা'। তারপর হেসে দিয়ে ভিদিয়া বলেছিল 'বাংলাদেশী বন্ধুরা আমাকে বলবে পাগলের ডাক্তার পটল'।

সেই ভিদিয়া তার ছোট ভাইকে বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণের জন্য নাকি তাদের ইচ্ছার কাছে বলি হওয়ার জন্য অনুপ্রানিত ও প্ররোচিত করেনি? করেছিল। ভাই তার নরম মনের হৃদয়বান মানুষ। ভাই ডাক্তার হতে চায়নি। ভিদিয়া বুঝিয়েছিল অনেক করে

'দেখ ভাইয়া তুমিও যদি বাবা-মার শখ পূরণ না কর তারা মারাই যাবে!'

'তারা হয়তো আমাকেই মেরে ফেলতে পারে তাই না?'

'ছি এরকম কেন ভাবছো?'

'খবরে পড়নি আমাদের দেশে কলকাতা শহরে একছেলে টেনিস প্র্যাকটিস ভাল করে করছিল না বলে বাবা এমন মার দিয়েছে যে ছেলেটি মারাই গেছে; ছেলে টেনিস তারকা না হওয়ার শাস্তি হল মৃত্যু!'

'স্যাড স্টোরি কেন বলছো।' শেষে সে ডাক্তার হয়েছিল ঠিকই তার পিছনে কারন ছিল একটি। মায়ের কাছে শুনেছিল কোন কোন ডাক্তার নাকি রোগী বুঝে ষ্টেথিস্কোপ দিয়ে তাদের পরীক্ষা করার সময়ে নাকমুখ কুচকে রাখে অবজ্ঞায়। মা বলেছিল শুধু পয়সার জন্য যারা ডাক্তার হয় তারা পিশাঁচ। তবে তার শখ হয়েছিল পৃথিবীর যে জায়গায় ডাক্তার নাই এমন জায়গায় চিকিৎসার হাত বাড়িয়ে দিতে। মা-বাবা তাতেও বাঁধা দিলেন। গরীবদের চিকিৎসা করলে পয়সা বেশী পাওয়া যায়না। তারচেয়ে এইদেশে দশমিনিটে যেনতেন ভাবে রোগী দেখে সামান্য কফসিরাপ বা প্যানাডল খাও বলেই চল্লিশ ডলার বা পয়তাল্লিশ ডলার রুজী করা যায়। গরীবের সেবা বোকারাই করে এই বাবার অভিমত।

ভিদিয়া নিজের মাঝে ফিরলো সাক্ষীদের নাম ডাকাতে। অভিযোগ করলেই হয়না সাক্ষ্যসাবুদ দিয়ে তা প্রমাণ করতে হয়।

ডাক্তার, উকিলের কাছে কোন কিছু লুকাতে নাই। ভাই ভিদিয়াকে বলেছে সে ভুল চিকিৎসা করেনি তবে এই রেজিমেন্টেড সমাজের কিছু রুল্‌স সে মানেনি। নিয়ম হল গিয়ে যে এদেশে বেড়াতে এসেছে, যার হেল্‌থ ইন্স্যুরেন্স নাই, হাতেও যার নগদ পয়সা নাই তো সে চিকিৎসাও পাবেনা। পাকিস্তানী ফয়েজআলীর ভাই বেড়াতে এসে সামান্য অসুস্থ হয়েছিল। ডাক্তার দেখানোর পয়সা নাই। ফয়েজআলী ভাইকে নিজ নামে চালিয়ে দিয়ে ওষুধ লিখিয়ে নিয়ে গেছে। পাঞ্জাবের হরবিন্দ সিংও এমনি ফাঁকিবাজী করে আত্মীয়ের জন্য ওষুধ নিয়েছে। বাংলাদেশের হেলালুজ্জামানও তাই

করেছে। পরে অবশ্য এই খেটে খাওয়া মানুষগুলো ডাঃ প্যাটেলের কাছে গোপনে মাপ চেয়ে গেছে। নিজের জানা তিনটা ঘটনাই ডঃ প্যাটেল তার আইনজীবী বোন ভিদিয়াকে বলেছে।

'যারা এইদেশে চিকিৎসা সেবা পাওয়ার যোগ্য নয় তাদের অসুখ কি তা দেখা ও ওষুধ দেওয়া অবশ্যই অন্যায়, এটা কেন করতে গেছ?'

সরল অথচ কৌতুকের হাসি হেসে ডঃ প্যাটেল বলেছিল

'আরে টাকা নাই বলে তুমি কাউকে আইনের সেবা না দিতে পার, চিকিৎসাও দিবে না এটাতো হতে পারে না, ক্যান্সার তা হলেতো শুধুই ধনীদের হওয়া উচিত, তাইনা?'

'কথাটা বুঝতে চেষ্টা কর যারা এদেশের নাগরিক নয়, ট্যাক্স দেয় না তারা কেন বিনা পয়সায় চিকিৎসা পাবে?'

'দেখ অসুস্থকে এতো রুলস্ মেনে দেখতে গেলে ডাক্তারকে সেবার ব্রত ও মানবিকতা বিসর্জন দিতে হবে, এটা কি উচিত?'

ভাইয়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপরও ভিদিয়া বলেছিল

'এভাবে বাছবিচার না করে অসুস্থ দেখলেই ঝাপিয়ে পড়লে বিপদে পড়বে'

গভীর ভাবে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো ডাঃ প্যাটেল তারপর বিষন্ন স্বরে বললো

'শুন কোন এক ফটো সাংবাদিক আগুনে একলোক পুড়ছে দেখে ক্যামেরা ছুড়ে ফেলে তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছিলেন, ওইখানে পৌঁছে আরেক সাংবাদিক ছবিটা তুলে খুব মূল্যবান খবর প্রকাশ করলেন, ঐ ছবির জন্য পুরস্কারও পেলেন, জ্বলন্ত লোকটিকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন যে সাংবাদিক তাকে সাসপেন্ড করা হয় কর্তব্যে অবহেলার জন্য, তুমি বল মনুষ্য আগে না কর্তব্য আগে?'

ভিদিয়া লা-জওয়াব রইলো। তখন ডঃ বিবেক প্যাটেল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো

'শুন অসুখ শুনলেই রোগীর দরদে আমি সীমা ছাড়াই না; মনে আছে মায়ের বান্ধবী মিসেস নন্দী তার বেড়াতে আসা বোনকে হাসপাতালে তার পরিচয়ে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার জন্য আমার কাছে এসেছিলেন'

'তুমিতো করনি, খুব সুন্দর একটা যুক্তিও দেখিয়ে ছিলে'

'যুক্তিতো একটা দেখিয়েছিলাম, তবে ঐ মহিলার ব্যাপারে আমার কোন অপরাধবোধ ছিল না কারণ তারা যথেষ্ঠ ধনী, চিকিৎসা করানোর মত টাকাও আছে তারা কেন অন্যায়ভাবে বিনা পয়সায় চিকিৎসা নেবে'

‘কে জানে মিসেস নন্দী অন্য কোন ডাক্তারকে পটিয়ে এই সুযোগটা আদায় করেছিলেন কিনা!’

বিবেক বিস্ময় নিয়ে বোনের দিকে তাকিয়ে রইলো। ভিদিয়া জানে এরপর থেকে নামীদামী প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা মিসেস নন্দী তাদের বাড়ী আর আসেন নি।

আদালত কক্ষে সাক্ষীদের ডাক পড়তেই ভিদিয়ার চেতন ফিরলো। সাক্ষীদের এমনভাবে ‘ক্রসএগজামিন’ করবে বলে ভিদিয়া জটীল প্রশ্ন তৈরী করেছিল তার কোন কিছুই কাজে লাগলোনা। তার আগেই সহজসরল খেটে খাওয়া মানুষগুলি বাদীর মামলাই ভন্ডুল করে দিল। হেলালুজ্জামানকে হাজিরই করতে পারেনি ওরা। বাকী দু'জন এমন এলোমেলোভাবে কথা বললো যে মনেই হল ডাক্তার প্যাটেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভূয়া। শেষপর্যন্ত আদালত মামলাই ডিসমিস করে দিল।

ডঃ বিবেক ও তার বোন আইনজীবী ভিদিয়া আদালত থেকে বেরিয়ে যখন হাসতে হাসতে রাস্তা পার হচ্ছে তখন দেখে হরবিন্দ সিংহ আর ফয়েজ আলী। ভিদিয়া বিবেককে দেখে তারা সম্ভ্রমের সাথে পথ ছেড়ে সরে দাড়ালো। দুই ভাইবোনই সরাসরি ওদের চোখে চোখ রাখলো। ডাক্তারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আসা লোক দুজনের চোখে তখন শ্রদ্ধামেশানো লাজুক হাসি।

*এটি একটি গল্প। চরিত্র সব কাল্পনিক।